রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, আগস্ট ৩১, ২০২৫

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৯ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং-৩৪২-আইন/২০২৫।—Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961 (Ordinance No. XXXIII of 1961) এর section 39 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০২৪ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত প্রবিধানমালার—

(১) প্রবিধান ২ এর—

(ক) দফা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) **"আজীবন দাতা"** অর্থ যিনি কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে, পে-অর্ডারের মাধ্যমে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অর্থ বা সমমূল্যের জমি দান করিয়াছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণীতে উক্ত দানের প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট দাতার নাম ও ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে;";

(খ) দফা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৬) **"এককালীন দাতা"** অর্থ যিনি, ক্ষেত্রমত, বিদ্যমান গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণের ন্যূনতম ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এককালীন পে-অর্ডারের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অর্থ দান করিয়াছেন;"; এবং

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(গ) দফা (১৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১৫) **"প্রতিষ্ঠাতা"** অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকারী কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যিনি বা যাহারা প্রত্যেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠাকালীন উহার অনুকূলে পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অর্থ কিংবা সমমূল্যের স্থাবর সম্পত্তি দান করিয়াছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সভার প্রথম কার্যবিবরণীতে প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম ও উক্ত দানের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে;";

(২) প্রবিধান ৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৪। **গভর্নিং বডি গঠন।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গভর্নিং বডি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) একজন সভাপতি;

(খ) সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি:
উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষকের মধ্য হইতে সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত ২ (দুই) জন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতেও তাহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে মোট সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধির সংখ্যা ২ (দুই) জনের পরিবর্তে ৩ (তিন) জন হইবে;

(গ) সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি:

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে, মহিলা শিক্ষক থাকা সাপেক্ষে, কেবল মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক বা, ক্ষেত্রমত, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উক্ত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি সংযুক্ত সকল স্তরের মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সকল স্তরের শিক্ষকগণের ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(ঘ) সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি:

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত ৪ (চার) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি এবং মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি, মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে একজন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন, এবং উক্ত ক্ষেত্রে নির্বাচিত মোট সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধির সংখ্যা ৪ (চার) জনের পরিবর্তে ৫ (পাঁচ) জন হইবে;

(ঙ) সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি:

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক বা, ক্ষেত্রমত, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উক্ত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি, সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(চ) প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি:

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, তবে একাধিক প্রতিষ্ঠাতা থাকিলে তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি;

(ছ) দাতা প্রতিনিধি:

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাতা, তবে একাধিক দাতা থাকিলে তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে নির্বাচিত একজন দাতা প্রতিনিধি;

(জ) বিদ্যোৎসাহী সদস্য:

শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত গভর্নিং বডির প্রথম সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি; এবং

(ঝ) সদস্য-সচিব:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) মহিলা শিক্ষকগণ সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি পদেও নির্বাচন করিতে পারিবেন।

(৩) গভর্নিং বডির মোট পদের ন্যূনতম শতকরা ৮০ (আশি) ভাগ পদে নির্বাচন সম্পন্ন হইলে গভর্নিং বডি গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোনো ক্যাটাগরির সদস্য পদে কোনো প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচনি ফলাফলের প্রতিবেদনে উক্ত ক্যাটাগরির সদস্যপদ শূন্য রাখিবেন এবং উক্ত ক্যাটাগরির সদস্য ব্যতিরেকে, উপ-প্রবিধান (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, গভর্নিং বডি গঠিত হইবে।

(৫) কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিলে এবং উক্ত শিক্ষার্থীর অভিভাবক গভর্নিং বডির সদস্য হইলে, সংশ্লিষ্ট অভিভাবকের সদস্যপদ শূন্য হইবে এবং এই প্রবিধানমালা অনুসরণ করিয়া উক্ত শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে।

(৬) কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সদস্য পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) কোনো ব্যক্তি একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডিতে পর পর ২ (দুই) বারের অধিক, ক্ষেত্রমত, শিক্ষক প্রতিনিধি বা অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না; তবে, এক মেয়াদ বিরতি অন্তে এই প্রবিধানমালার বিধান মোতাবেক পুনরায় নির্বাচন করিতে পারিবেন।";

(৩) প্রবিধান ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৬। **গভর্নিং বডির সভাপতি।**—(১) কোনো ব্যক্তিকে গভর্নিং বডির সভাপতি পদে মনোনীত হইতে হইলে তাহার কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকিতে হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডিতে পর পর ২ (দুই) বারের অধিক সভাপতি মনোনীত হইতে পারিবেন না; তবে, এক মেয়াদ বিরতি অন্তে এই প্রবিধানমালার বিধান মোতাবেক পুনরায় মনোনীত হইতে পারিবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি একটির অধিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি মনোনীত হইতে পারিবেন না।

(৪) কোনো ব্যক্তি যে কোনো ধরনের মোট ৩ (তিন) টির অধিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।";

(৪) প্রবিধান ৭ এর উপ-প্রবিধান (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) গভর্নিং বডির সভাপতি মনোনয়নের লক্ষ্যে, প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা সাপেক্ষে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, ক্ষেত্রমত, বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের সহিত আলোচনাক্রমে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে ৩ (তিন) জন ব্যক্তির নাম ও জীবনবৃত্তান্ত সংবলিত প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন, যথা:—

(ক) সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৯ম গ্রেডের নিম্নে নহে এইরূপ কোনো কর্মকর্তা অথবা ৫ম গ্রেডের নিম্নে নহে এইরূপ আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(খ) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি কলেজে কর্মরত কোনো সহযোগী অধ্যাপক বা অধ্যাপক;

(গ) সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা; এবং

(ঘ) এমবিবিএস অথবা প্রকৌশল বা কৃষিসহ যেকোনো কারিগরি বিষয়ে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রিসহ সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৯ম গ্রেডের নিম্নে নহে এইরূপ কোনো কর্মকর্তা বা ৫ম গ্রেডের নিম্নে নহে এইরূপ আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা:

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতি পদে প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকাক্রম মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই অগ্রাধিকারক্রম হিসাবে গণ্য হইবে না।";

(৫) প্রবিধান ১০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ১০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১০। **ম্যানেজিং কমিটি গঠন।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) একজন সভাপতি;

(খ) সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি:

(অ) মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষকের মধ্য হইতে উক্ত স্তরের সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত ২ (দুই) জন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, মাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন;

(আ) নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষকের মধ্য হইতে উক্ত স্তরের সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত ২ (দুই) জন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন;

(গ) সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি:

(অ) মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, মাধ্যমিক স্তরে মহিলা শিক্ষক থাকা সাপেক্ষে, কেবল মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে উক্ত স্তরের সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, মাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উক্ত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি উভয় স্তরের মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে উভয় স্তরের সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(আ) নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরে মহিলা শিক্ষক থাকা সাপেক্ষে, কেবল মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে উক্ত স্তরের সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উক্ত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি উভয় স্তরের মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে উভয় স্তরের সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(ঘ) সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি:

(অ) মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত ৪ (চার) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, মাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ হইতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন;

(আ) নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত ৪ (চার) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ হইতে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন;

(ঙ) সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি:

(অ) মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, মাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উক্ত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি, মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ হইতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত অথবা প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে উভয় স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(আ) নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উক্ত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ হইতে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত অথবা প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে উভয় স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(চ) প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি:

মাধ্যমিক অথবা, ক্ষেত্রমত, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, তবে একাধিক প্রতিষ্ঠাতা থাকিলে তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি;

(ছ) দাতা প্রতিনিধি:

মাধ্যমিক অথবা, ক্ষেত্রমত, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাতা, তবে একাধিক দাতা থাকিলে তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে নির্বাচিত একজন দাতা প্রতিনিধি;

(জ) বিদ্যোৎসাহী সদস্য:

শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত ম্যানেজিং কমিটির প্রথম সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি;

(ঝ) সদস্য-সচিব:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি শাখা সংযুক্ত থাকিলে,—

(ক) শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কারিগরি শাখার শিক্ষকগণ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক হিসাবে গণ্য হইবেন; এবং

(খ) অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কারিগরি শাখার শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ মাধ্যমিক স্তরের অভিভাবক হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৩) ম্যানেজিং কমিটির মোট পদের ন্যূনতম শতকরা ৮০ (আশি) ভাগ পদে নির্বাচন সম্পন্ন হইলে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোনো ক্যাটাগরির সদস্য পদে কোনো প্রার্থী পাওয়া না গেলে, প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচনি ফলাফলের প্রতিবেদনে উক্ত ক্যাটাগরির সদস্যপদ শূন্য রাখিবেন এবং উক্ত ক্যাটাগরির সদস্য ব্যতিরেকে, উপ-প্রবিধান (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইবে।

(৫) কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিলে এবং উক্ত শিক্ষার্থীর অভিভাবক ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হইলে, সংশ্লিষ্ট অভিভাবকের সদস্যপদ শূন্য হইবে এবং এই প্রবিধানমালা অনুসরণ করিয়া উক্ত শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে।

(৬) কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সদস্য পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) কোনো ব্যক্তি একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডিতে পর পর ২ (দুই) বারের অধিক, ক্ষেত্রমত, শিক্ষক প্রতিনিধি বা অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না; তবে, এক মেয়াদ বিরতি অন্তে এই প্রবিধানমালার বিধান মোতাবেক পুনরায় নির্বাচন করিতে পারিবেন।";

(৬) প্রবিধান ১২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ১২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১২। **ম্যানেজিং কমিটি সভাপতি।**—(১) কোনো ব্যক্তিকে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদে মনোনীত হইতে হইলে তাহার কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকিতে হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি একই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটিতে একাদিক্রমে ২ (দুই) বারের অধিক মনোনীত হইতে পারিবেন না, তবে এক মেয়াদ বিরতি অন্তে তিনি পুনরায় মনোনীত হইতে পারিবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি ২ (দুই) টির অধিক একই ধরনের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মনোনীত হইতে পারিবেন না এবং যে কোনো ধরনের মোট ৩ (তিন) টির অধিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।";

(৭) প্রবিধান ১৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ১৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৩। **ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মনোনয়ন।**—(১) ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মনোনয়নের লক্ষ্যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, ক্ষেত্রমত, বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের সহিত আলোচনাক্রমে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে ৩ (তিন) জন ব্যক্তির নাম ও জীবনবৃত্তান্ত সংবলিত প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন, যথা:—

(ক) সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৯ম গ্রেডের নিম্নে নহে এইরূপ কোনো কর্মকর্তা বা ৫ম গ্রেডের নিম্নে নহে এইরূপ আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(খ) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি কলেজে কর্মরত কোনো সহকারী অধ্যাপক বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কোনো অধ্যাপক;

(গ) সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা; এবং

(ঘ) এমবিবিএস অথবা প্রকৌশল বা কৃষিসহ যেকোনো কারিগরি বিষয়ে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রিসহ সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৯ম গ্রেডের নিম্নে নহে এইরূপ কোনো কর্মকর্তা বা ৫ম গ্রেডের নিম্নে নহে এইরূপ আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা:

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতি পদে প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকাক্রম মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই অগ্রাধিকারক্রম হিসাবে গণ্য হইবে না।

(২) শিক্ষা বোর্ড, উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একজনকে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মনোনীত করিবে।

(৩) পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে সভাপতির পদ শূন্য হইলে, পদ শূন্য হইবার অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, এই প্রবিধানের বিধান অনুসরণপূর্বক, অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পুনরায় সভাপতি মনোনয়নের জন্য নাম ও জীবনবৃত্তান্ত সংবলিত প্রস্তাব শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করিবেন।";

(৮) প্রবিধান ১৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ১৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৪। **শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন।**—(১) ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচন সম্পন্ন হইবার অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা এবং প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রকাশিত সদস্য নির্বাচনের ফলাফল বিবরণীর একটি অনুলিপি এবং সভাপতি মনোনয়নের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য বোর্ডে প্রেরণ করিবেন।

(২) শিক্ষা বোর্ড, উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্ত প্রস্তাব বিবেচনাপূর্বক, সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন করিয়া প্রজ্ঞাপন জারি করিবে।";

(৯) প্রবিধান ৪৭ এর উপ-প্রবিধান (৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৭) গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি, বিধি মোতাবেক, সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, সহকারী প্রধান ও কর্মচারী নিয়োগসহ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত বা প্রত্যয়নকৃত নূতন শিক্ষক নিয়োগ ও, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, শিক্ষক ও কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান করিবে।";

(১০) প্রবিধান ৬৪ এর উপ-প্রবিধান (৩) পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৩) ও (৩ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) অ্যাডহক কমিটির সভাপতি মনোনয়নের লক্ষ্যে, উপ-প্রবিধান (৩ক)-তে উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা সাপেক্ষে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, ক্ষেত্রমত, বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের সহিত আলোচনাক্রমে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে ৩ (তিন) জন ব্যক্তির নাম ও জীবনবৃত্তান্ত সংবলিত প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন, যথা:—

(ক) সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৯ম গ্রেডের নিম্নে নহে এইরূপ কোনো কর্মকর্তা বা ৫ম গ্রেডের নিম্নে নহে এইরূপ আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(খ) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি কলেজে কর্মরত কোনো সহকারী অধ্যাপক বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কোনো অধ্যাপক;

(গ) সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা; এবং

(ঘ) এমবিবিএস অথবা প্রকৌশল বা কৃষিসহ যেকোনো কারিগরি বিষয়ে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রিসহ সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৯ম গ্রেডের নিম্নে নহে এইরূপ কোনো কর্মকর্তা বা ৫ম গ্রেডের নিম্নে নহে এইরূপ আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা:

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতি পদে প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকাক্রম মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই অগ্রাধিকারক্রম হিসাবে গণ্য হইবে না।

(৩ক) নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে অ্যাডহক কমিটির সভাপতি পদে মনোনীত হইতে হইলে তাহার কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি থাকিতে হইবে।";

(১১) প্রবিধান ৭৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ৭৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৭৪। **অসুবিধা দূরীকরণ**।—(১) এই প্রবিধানমালার কোনো বিধানের অস্পষ্টতা অথবা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে বিষয়টি সরকারের গোচরীভূত করিতে হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সরকার জনস্বার্থে ও বাস্তবতার নিরিখে পরিপত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।"।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা এর আদেশক্রমে

প্রফেসর মো: শামছুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), , বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd